দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ OCT 29 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

খুবি'র ভর্তি ফরম জালিয়াতির ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

মূল হোতা ধরাছোঁয়ার বাইরে

ডিএম রেজা সোহাগ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মত ভর্তি ফরম জালিয়াতি এবং একজন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী হয়রানির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ খুলনার সর্বত্র ব্যাপক তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। খুলনার স্বনামধন্য এ প্রতিষ্ঠানটিতে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় অভিভাবকসহ খুলনার সর্বস্তরের সচেতন নাগরিকবৃন্দ উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। গত ১৭ অক্টোবর ভর্তি ফরম জালিয়াতির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন কর্মকর্তাসহ ২ কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত এবং ২ কর্মকর্তাকে শো-কজ করেছে। ঘটিয়াঘাটা থানায় ৫ জনের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করেছে। তবে অভিযোগ রয়েছে ভর্তি ফরম জালিয়াতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার পেছনের একটি সংঘবদ্ধ চক্র কাজ করছে, যারা অদৃশ্য খুটির জোরে এ যাবৎ ধরাছোয়ার বাইরে রয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ শতাধিক জাল ভর্তি ফরম বিক্রির চেষ্টার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান পলাশের সহোদর অর্থ ও হিসাব বিভাগের সেকশন অফিসার মাহবুব হাসান শিমুল ও নিরাপত্তাকর্মী এস এম কালাম গাজী মজরুল ইসলামকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত এবং অর্থ বিভাগের উপপরিচালক অমর কুমার দাস ও নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান নিয়াকত আলীকে শো-কজ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে উচ্চ পদস্ত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যায়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি ফরম জালিয়াতির ঘটনায় নিশ্চিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একটি চক্র জড়িত রয়েছে। ফরম জালিয়াতির ঘটনায় সেকশন অফিসার শিমুল নিরাপত্তা প্রহরী এস এম আবুল কালাম ও গাজী মজরুল ইসলাম অগ্রণী ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কর্মচারী লতিফুর রহমান এবং জনৈক সোহেলকে আসামী করে গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বটিয়াঘাটা থানায় মামলা দায়ের করেছে। তবে সূত্র জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত সেকশন অফিসার শিমুলের একার পক্ষে এত বড় জালিয়াতি করা সম্ভব নয়। ভর্তি ফরমগুলো এত নিখুঁতভাবে ছাপানো হয়েছে যে, তা সহজে নকল বলে শনাক্ত করা সম্ভব নয়, একই প্রেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসল ও জাল ভর্তি ফরম ছাপানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ফরম জালিয়াতির ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের সংশ্লিষ্টতা থাকার কথা শোনা গেছে যা যথাযথ তদন্ত হলে বেরিয়ে আসবে। এ বিষয়ে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত চালাচ্ছে। খুবি'র জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন সঞ্জয় কুমার অধিকারীকে প্রধান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি খুব শীঘ্রই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে বলে জানা গেছে। এদিকে পরপর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে অর্থনীতি ডিসিপ্লিনের ৪র্থ বর্ষের এক ছাত্রীকে প্রায়শ উত্যক্ত করার অভিযোগে সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের ডীন অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ডঃ মোঃ সাইফুল ইসলামকে ডীন পদ থেকে অপসারণ ও অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানে গঠিত কমিটি বাতিল করা হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত অপসারিত ডীন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্র বলে দাবী করেছেন।